



# ২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

সৈয়দ নাসিমুর রহমান সোহেল

প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি  
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী



# আজকের ক্লাস শেষে তোমরা শিখবে...

১. গণহত্যা কী?
২. অপারেশন সার্চলাইট কী?
৩. অপারেশন সার্চলাইটের উদ্দেশ্য কী ছিল?
৪. কিভাবে অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা করা হয়েছিল?
৫. অপারেশন সার্চলাইটের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।
৬. অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় গণহত্যার বিবরণ দাও।
৭. মুক্তিযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

# ২৫ মার্চের গণহত্যা


- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে সেনা কর্তৃক নিয়ে বাঙালিদের নির্বিচারে গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সংযোজন করে।
- বিশ্বে স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনতাকে এরূপ হত্যার নজির খুব কমই দেখা যায়।
- অদম্য বাঙালি জাতি গণহত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় এবং শুরু করে মুক্তির জন্য যুদ্ধ।



## গণহত্যা কী?

- গণহত্যা একটি ঘৃণ্যতম শব্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের হত্যাযজ্ঞের কারণে বিশ্ব শিউরে ওঠে এবং জাতিসংঘ ১৯৪৬ সালে গৃহীত এক প্রস্তাবে গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করে।
- এ আইনে দোষী প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীকে শাস্তি ভোগের কথা উল্লেখ আছে। ১৯৪৮ সালে প্রণীত এবং ১৯৫১ সালে কার্যকর এ আইনে গণহত্যার সংজ্ঞায় বলা হয় জাতিগত, জাতীয়তাগত, গোত্রগত বা ধর্মগত কোন গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যে কোন আচার আচরণ গণহত্যার সামিল হবে:



- 
১. কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা,
  ২. গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের মানসিক বা শারীরিক ক্ষতি সাধন,
  ৩. গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের জীবনধারণে বাধা সৃষ্টি,
  ৪. গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের বংশ বৃদ্ধিরোধ কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ,
  ৫. গোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের বলপূর্বক অন্য গোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর।

শুধু তাই নয় এ আইনে নিম্নোক্ত আচরণকে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে-

১. গণহত্যা ২. গণহত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করা
৩. গণহত্যার পক্ষে সরাসরি ও প্রকাশ্য উত্তেজনা সৃষ্টি
৪. গণহত্যার চেষ্টা করা এবং ৫. গণহত্যায় সহযোগিতা করা।



আন্তর্জাতিক আইনে গণহত্যার জন্য শুধু দেশে নয় যেকোনো দেশেই বিচার হতে পারে। **আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে অন্তত ৬টি ক্ষেত্রে পাক সামরিক জান্তা ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ করা যেতে পারে:**

১. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পরবর্তী ন'মাস সুপরিকল্পিত হত্যা।
২. সন্দেহবশত বাঙালি সামরিক, বেসামরিক, আধা সামরিক, পুলিশ ও বৈমানিক হত্যা।
৩. খেয়াল বশে ধরে নিয়ে যাওয়া হাজার হাজার বাঙালিকে বন্দি শিবিরে রেখে নারকীয় নির্যাতন, পরে হত্যা।
৪. নারী ধর্ষণ ও হত্যা।
৫. নিষ্পাপ শিশু হত্যা।
৬. বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড।



অপারেশন অৰ সার্চ লাইট

২৫ মার্চ ১৯৭১

# অপারেশন সার্চলাইট কী

পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী মুক্তিকামী বাঙালিদের কঠোরহস্তে দমনের জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে সামরিক কর্তৃপক্ষ একে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে অভিহিত করে।





# অপারেশন সার্চলাইটের উদ্দেশ্য

এ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল-

১. ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহর গুলিতে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার ও প্রয়োজনে হত্যা,
২. সামরিক, আধা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ,
৩. অস্ত্রাগার, রেডিও ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলসহ প্রদেশের সামগ্রিককর্তৃত্ব গ্রহণ এবং
৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করে প্রদেশে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

# অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পক ও বাস্তবায়নকারী



জেনারেল ইয়াহিয়া খান



জেনারেল টিক্কা খান



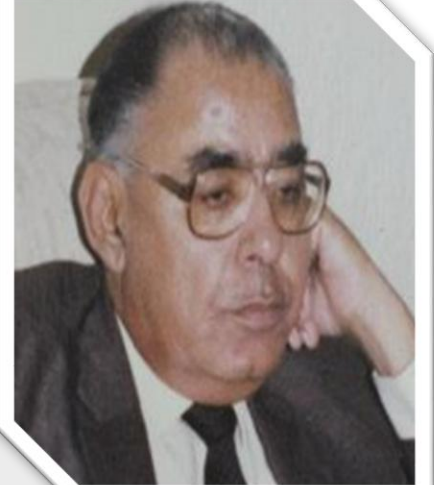
রাও ফরমান আলী




জেনারেল হামিদ খান



মেজর খাদিম হোসেন



জেনারেল ওমর



## কিভাবে অপারেশন সার্চলাইটের' পরিকল্পনা করা হয়েছিল

- মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা তখন পূর্ব পাকিস্তানের ১৪তম ডিভিশনের জিওসি ছিলেন। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে সামরিক অভিযানের অন্যতম পরিকল্পনাকারী তিনি।
- 'আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৬৯-১৯৭১' শিরোনামের একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ১৭ই মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান টেলিফোনে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজাকে কমান্ড হাউজে ডেকে পাঠান।
- মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের উপদেষ্টা।
- দুইজন সেখানে যাওয়ার পর টিক্কা খান তাদের বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আলোচনায় 'প্রত্যাশিত অগ্রগতি' হচ্ছে না।
- যে কারণে এখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান 'মিলিটারি অ্যাকশনে'র জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।

## কিভাবে অপারেশন সার্চলাইটের' পরিকল্পনা করা হয়েছিল

- আর সে কারণে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ১৮ই মার্চ সকাল থেকে ক্যান্টনমেন্টে খাদিম হুসাইন রাজার বাসায় রাও ফরমান আলী এবং তিনি দুইজন মিলে অপারেশন সার্চলাইটের খসড়া তৈরি করেন। খাদিম হুসাইন রাজা লিখেছেন, ১৮ই মার্চ সকালে তিনি তাঁর স্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যাতে তিনি তার বাঙ্গালি এডিসিকে ব্যস্ত রাখেন, এবং তাঁর অফিস থেকে দূরে রাখেন। যেন রাও ফরমান আলী সকাল সকাল খাদিম হুসাইন রাজার অফিসে কী করছেন এমন সন্দেহ বাঙ্গালি এডিসির মনে উদয় না হয়।
- সারা সকাল ধরে জেনারেল রাজা এবং জেনারেল আলী সামরিক অভিযান পরিচালনার খসড়া তৈরি করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা দুইজন পরিকল্পনার পরিসর নিয়ে একমত হন, এরপর দুইজনে দুইটি আলাদা পরিকল্পনা লেখেন।
- ঢাকা অঞ্চলে সামরিক অপারেশনের দায়িত্ব নেন রাও ফরমান আলী, আর বাকি পুরো প্রদেশে অভিযানের দায়িত্ব নেন খাদিম হুসাইন রাজা। রাও ফরমান আলী পরিকল্পনায় তার অংশে একটি মুখবন্ধ লেখেন, এবং কিভাবে ঢাকায় অপারেশন চালানো হবে তা বিস্তারিত লেখেন। ঢাকার বাইরে বাহিনী কী দায়িত্ব, কিভাবে পালন করবে তার বিস্তারিত পরিকল্পনা করেন খাদিম। সন্ধ্যায় খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে তারা হাজির হন কমান্ড হাউজে।

## কিভাবে অপারেশন সার্চলাইটের' পরিকল্পনা করা হয়েছিল


- খাদিম হুসাইন রাজা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং কোন আলোচনা ছাড়াই পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সিদ্দিক সালিক। 'উইটনেস টু সারেভার' শিরোনামের একটি বইয়ে তিনি 'অপারেশন সার্চলাইট' নিয়ে লিখেছেন, জেনারেল রাও ফরমান আলী হালকা নীল কাগজের অফিসিয়াল প্যাডের ওপর একটি সাধারণ কাঠ পেঙ্গিল দিয়ে ওই পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, তিনি স্বচক্ষে সেই হাতে লেখা পরিকল্পনার খসড়া দেখেছিলেন। তাতে সামরিক অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, 'শেখ মুজিবের ডিফ্যাক্টো শাসনকে উৎখাত করা এবং সরকারের (পাকিস্তানের) কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।'
- সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিকল্পনা ছিল ১৬টি প্যারা সম্বলিত এবং পাঁচ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। পরিকল্পনা অনুমোদিত হলেও কবে সামরিক অপারেশন চালানো হবে সেই দিনক্ষণ নির্ধারিত ছিল না। খাদিম হুসাইন রাজা তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ২৪শে মার্চ দুইটি হেলিকপ্টার নিয়ে রাও ফরমান আলী এবং তিনি নিজে ঢাকার বাইরে অবস্থানরত ব্রিগেড কমান্ডারদের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশনা দিতে রওয়ানা হন।



## কিভাবে অপারেশন সার্চলাইটের' পরিকল্পনা করা হয়েছিল

- তারা চেয়েছিলেন গোপনীয়তা বজায় রেখে বিভাগীয় কমান্ডারদের সরাসরি নির্দেশনা দেবেন এবং মাঠ পর্যায়ে যদি কোন সমস্যা থাকে সেটি কৌশলে সমাধান করবেন। তারা যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রামে যান। সিলেট, রংপুর এবং রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে পাঠানো হয় সিনিয়র স্টাফ অফিসারদের। অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে বলেও ব্রিগেড কমান্ডারদেরকে জানানো হয়েছিল যে, আঘাত হানার সময় পরে জানানো হবে। সিদ্ধান্ত হয়েছিল সব গ্যারিসনকে একই সঙ্গে এক সময়ে অপারেশনে নামতে হবে।
- পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী আটটি স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্যান্টনমেন্টে বিন্যস্ত ছিল---ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর। এর সাথে ২ নম্বর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল ঢাকার কাছে, জয়দেবপুরে। অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা সম্পর্কে খাদিম হুসাইন রাজা তাঁর 'আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৬৯-১৯৭১' বইয়ে লিখেছেন, পরিকল্পনার মূল দিকগুলো ছিল এরকম---
- \* যে কোন ধরনের বিদ্রোহ বা বিরোধিতাকে কঠোরভাবে দমন করা হবে
- \* সফল হওয়ার জন্য আকস্মিক চমক এবং চাতুরীর গুরুত্ব আছে। সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকেও চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তাদের সাহায্য করার পরামর্শ দিয়েছিল
- \* বাঙ্গালি সেনা সদস্য ও পুলিশকে নিরস্ত্র করা হবে। বিশেষ করে পিলখানায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের অস্ত্রাগার, রাজারবাগের রিজার্ভ পুলিশ এবং চট্টগ্রামে কুড়ি হাজার রাইফেলের অস্ত্রভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ আগেভাগে নিয়ে নেয়া,
- \* অপারেশন শুরুর সাথে সাথে সব রকমের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে নতুন করে যাচাই-বাছাই করে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হবে
- \* অস্ত্রশস্ত্র এবং অপরাধীদের খোঁজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ঘিরে ফেলতে হবে, এবং তল্লাশি চালাতে হবে
- \* শেখ মুজিবকে জীবিত অবস্থায় ধরতে হবে। এর বাইরে ১৫ জন আওয়ামী লীগ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতার বাড়িতে তল্লাশি চালাতে হবে, তাদের কাউকে পাওয়া গেলে গ্রেপ্তার করতে হবে।





## কিভাবে অপারেশন সার্চলাইটের' পরিকল্পনা করা হয়েছিল

- উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দেশের বিভিন্ন ব্যারাকে ঘুরে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা তদারকি করলেও, অপারেশন সার্চলাইটে অংশ নেয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর কারো কাছেই কোন লিখিত অর্ডার পাঠানো হয়নি।
- সময় জানিয়ে মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইনের কাছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে ফোনটি এসেছিল ২৫শে মার্চ সকাল ১১টায়।
- সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, "খাদিম, আজ রাতেই।"
- সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল রাত ১টা। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের হিসেবে অবশ্য তখন থাকবে ছাব্বিশে মার্চ। হিসেব করা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ততক্ষণে নিরাপদে করাচি পৌঁছে যাবেন। তারপরের ইতিহাস তো সবার জানা।



## অস্ত্র, রসদ ও সেনা বহনকারী যান



পি. আই. এ.  
ফ্লাইট বোয়িং ৭০৭

এম. ভি. সোয়াত



# অপারেশন সার্চলাইটের প্রেক্ষাপট

- গণহত্যার পেছনে পাকিস্তান সরকার ও পাক বাহিনীর দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি ছিল। ২৫ মার্চ এ অপারেশন সংঘটিত হলেও মূলত এর প্রস্তুতি চলতে থাকে মার্চের প্রথম থেকে।
- ৩ মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অস্ত্র ও রসদ বোঝাই এম.বি. সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষা করতে থাকে। ৭ মার্চ টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠানো হয়।
- ৯ মার্চ সরকার সকল বিদেশিকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের নির্দেশ জারি করে। এ সময়ের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসারদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং বাঙালি সৈন্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৫-২৪ মার্চ ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার ভান করে অভিযানের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন।



# অপারেশন সার্চলাইটের প্রেক্ষাপট

- পাকিস্তানের জাভা সরকার এ সুযোগে অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন। ১৯ মার্চ থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়ে যায়। ২০ মার্চ সরকার জনগণকে নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে। ঐদিন জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।
- ২৫ মার্চ গণহত্যার জন্য সময় বেছে নেয়া হয়। ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে। ঢাকা শহরের পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টার, রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ভার পাকসেনাদের গ্রহণ করার কথা উল্লেখ ছিল।
- ঢাকা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও, টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ, স্টেট ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার, ঢাকা শহরের যাতায়াত ও শহর নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়। রাজারবাগ নিরস্ত্রীকরণ, গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের জন্যও বলা হয়।
- ঢাকার বাইরে এ অপারেশনের নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। সার্বিকভাবে এ পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান।

# অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় গণহত্যার

- মূল পরিকল্পনায় ছিল রাত ১.০০টা থেকে অপারেশন চালানো হবে। কিন্তু পথে বিলম্ব হবে ভেবে পাকিস্তানি সৈন্যরা ১১.৩০ টার সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।
- প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালিরা। একই সঙ্গে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানাস্থ তৎকালীন ইপিআর হেড কোয়ার্টার ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে।
- উল্লেখ্য যে, অপারেশন ২৫ মার্চ শেষলগ্নেব শুরু হলেও ঘড়ির সময় অনুযায়ী তা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পড়ে যায়। রাত ১.৩০ টার সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। জহুরুল হক হল (তৎকালীন ইকবাল হল), জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালায় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন।
- ২৫ মার্চ রাতে একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়েব বাজার, গণকটুলী, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। একইভাবে দেশের অন্যান্য জায়গায় গণহত্যা শুরু করে।



# ২৫ শে মার্চ গণহত্যার কিছু দৃশ্য









# মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

- ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলেই দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় ।
- শুরু হয় পাকসেনাদের সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে পরিচিত ।

